10

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 APR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# ভার্সিটিতে শিবিরের তান্ডব

ইসলামী ছাত্র শিবির ২৬ এপ্রিল পুনরায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাদের সন্ত্রাসী তান্ডবে গোটা ক্যাম্পাসে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা হল ছেড়ে চেলে যেতে বাধ্য হয় এবং পরীক্ষার্থীরা পর্যন্ত হল ছেড়ে চলে গেছে। তারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর ও শিক্ষকদের বাসভবনে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছে, ভাঙচুর করেছে, আগুন দিয়েছে। শিক্ষকদের পরিবারের সদস্যদের পর্যন্ত নাজেহাল করেছে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, অগ্রণী ব্যাংক ও ঢাকার একটি দৈনিকের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতার কক্ষে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। শিবির কর্মীদের গুলিতে আহত হয়েছে ওসিসহ পাঁচজন পুলিশ কনস্টেবল-এ ছাড়াও আহত হয়েছে ৩০ জন। পুলিশ বাহিনীর সদস্য পাঁচ জনের অবস্থাই গুরুতর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীতে বর্তমান ভর্তি পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে ইসলামী ছাত্র শিবির তিনদিনব্যাপী ধর্মঘট ডেকেছিল। ২৬ তারিখ ছিল তার প্রথম দিন। সকল ৯টা থেকে শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসে সমবেত হতে শুরু করে। এরপর তারা মিছিল করে ক্যাম্পাসস্থ অগ্রণী ব্যাংক শাখা ও প্রশাসনিক ভবনে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। সেখানেও তারা কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে লাঞ্ছিত করে। এরপর শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এসময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টি বাস অচল করে দেয়, সকল টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। এরপর দুপুর ২টা পর্যন্ত তারা তাদের তান্ডবলীলা চালিয়ে যেতে থাকে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ঘটনার জন্য দায়ী শিবির কর্মী ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-প্রয়োগ করে তাদের বহিষ্কার করার দাবী জানিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্যও আহবান জানিয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রাণহানির মত ঘটনাও ঘটিয়েছে। সন্ত্রাসের জগতে হাত পায়ের রগ-কাটার ঘটনাও আমদানী করেছে শিবির। শুধুমাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, জাহাঙ্গীরনগর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিবিরের তান্ডবের শিকার হয়েছে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী। শিক্ষার পরিবেশ বারবার বিঘ্নিত হয়েছে। সেশনজট বেড়েছে। ছাত্র-অভিভাবকদের মাথায় হাত পড়েছে। কিন্তু শিবিরের শিক্ষাবিরোধী এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অবসান ঘটেনি। শিবিরই শিক্ষাঙ্গনে সম্মানিত শিক্ষকদের গায়ে হাত তোলার মত ন্যক্কারজনক মূল্যবোধ বিরোধী কাজ করেছে। কিন্তু কখনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হয়নি বলে তারা তাদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে।

তবে এখানে অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় জামায়াতে ইসলামের অঙ্গ সংগঠন এই ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার পেছনে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর সম্মানিত শিক্ষকের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া যায়। এটা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক।

আমরা বলতে চাই, দেশের পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে যারা সন্ত্রাসের কালিমা লেপন করে, যারা শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করে, যারা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে সেশনজট বাড়ায় তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এইসব সন্ত্রাসীকে কঠোর হাতে দমন করলেই কেবল শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসতে পারে। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা অনুরোধ জানাই। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে, শিক্ষার পরিবেশ যাতে বিনষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আর এ ব্যাপারে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে।